দ্বিতীয় প্রবাস - ১৩

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

আমাদের জন্য মাহমুদ হাসান যে বাসাটি ঠিক করেছেন সেটি হাইল্যান্ড পার্কের Treetops Apartments Complex নামের আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। রোববার হলেও কমপ্লেক্সটি আজকে খোলা, তবে যে মহিলা কর্মচারিটি আজকে অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিতা তিনি খন্ডকালীন কর্মচারী এবং কমপ্লেক্সটির ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানে বলে মনে হোল না। আমাদের অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরেই তার এক জবাব - কাল অফিসে এসে রেগুলার স্টাফের সাথে কথা বলো। যাই হোক তার কাছ থেকে এপার্টমেন্টের চাবি পেতে অবশ্য খুব একটা অসুবিধে হলো না। চাবি নিয়ে আমরা বাসা দেখতে এলাম। যেহেতু এ বাসায় আমাদেরকে চার মাস সময় থাকতে হবে আর সে সময়টার অর্ধেকটাই শীতকাল - এপার্টমেন্টটিতে কি আছে না আছে, আর যা আছে তা কি অবস্থায় আছে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। তা ছাড়া অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের বেশ ক'জন আত্মীয় স্বজন ও কয়েকদিনের জন্য এ বাসায়ই আস্তানা গাড়বেন। অতএব, বাসার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস পত্র কেনার আগে বাসাটা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আমাদের ধারণা ছিল এক বেডরুমের বাসা, নিশ্চয়ই বেশ ছোট হবে। কিন্তু বাসা দেখে আমরা বেশ অবাক হলাম। দোতলায় অবস্থিত আমাদের নতুন এপার্টমেন্টটি খুব ছোট নয়। বেডরুম টি বেশ বড়, প্রয়োজনে চার জন শুতে পারবে। বসার ঘরটি শোবার ঘরের চেয়েও বড়, মাটিতে বিছানা পেতে শুলে অনায়াসে জনা ছ'য়েকের জায়গা হবে। আমেরিকার এ অঞ্চলের অন্যান্য সব ভাড়া বাসার মতো এ বাসায়ও রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার-কাম-হিটার , ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ার, ডিস ওয়াশার সবই আছে। আমরা ঠিক করলাম, কোন খাট বা সোফা কিনবো না; কিনবো কেবল শোবার ঘরের জন্য একটা তোষক, বসার ঘরের জন্য একটা সোফা-কাম-বেড, খাবার ঘরের জন্য একটা ছোট ডাইনিং টেবিল ও চারটে চেয়ার আর দুটো টেবল ল্যাম্প। কি কারণে যেন এই এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটির বাসাগুলোতে একমাত্র খাবার জায়গা আর প্যাসেজ ছাড়া অন্য কোথাও কোন সিলিং লাইট নেই, কাজেই টেবল ল্যাম্প লাগবেই । মিসেস হাসান - মানে আমাদের মঞ্জুভাবী আগেভাগেই রান্না-বান্নার হাড়ি-কুড়ি, বাসন-কোসন কিনতে মানা করে দিয়েছেন, কেননা আমাদের এই স্বল্পকালীন অবস্থানের প্রয়োজন মেটানোর মতো প্রচুর অতিরিক্ত তৈজস-পত্র তাদের বাসায় রয়েছে। আমরা যখন এ বাসায় উঠে আসবো তখন ওনাদের বাসা থেকে ওগুলো নিয়ে এলেই হবে। বাসার পরিদর্শন শেষ হতে হতে দুপুর গড়িয়ে গেলো। আগের দিন বিকেলেই স্থির হয়েছিল আমরা আমার ভাগ্নে সাদীর বাসায় লাঞ্চ করবো। ঠিক হোল দুপুরের খাবার শেষ করে বাজারে যাওয়া হবে।

সাদী যে এলাকায় থাকে সে জায়গাটার নাম এডিসন। এটি নিউ জার্সির ভারতীয় এলাকা। এর কাছাকাছি Oak Tree Rd নামে নাকি একটা রাস্তা

আছে যেটা সিঙ্গাপুরের Serangoon Road বা কানাডার টরন্টো নগরীর Gerard Street এর মতো Mini India বলে পরিচিত। সাদীর বাসায় এসে মাহমুদ হাসানের গাড়ি রাখার সমস্যা হোল; Visitor's parking এর একটি ও খালি নেই। এমনকি সাদীর ড্রাইভ ওয়েতে তাদের পড়শির গাড়ী। সাদীর কথা মত হাসানও তার গাড়ী সাদীর প্রতিবেশীর ড্রাইভওয়ে বন্ধ করে পার্ক করলেন। এটাই নাকি এখানকার রীতি; প্রতিবেশীরা কোন এক অদৃশ্য শক্তি বলে বুঝতে পারেন কার বাড়ীর অতিথি তাদের ড্রাইভওয়ে বন্ধ করে রেখেছে কিংবা তাদের গাড়ির পেছনে পার্ক করে রেখেছে। এ ব্যাপারটা আমার কাছে আজ অবধি দুর্বোধ্যই রয়ে গেল। ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ কিংবা (না)পকিস্তান - ভারতীয় উপমহাদেশের এই সব দেশ, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি আর ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ার অ-চৈনিক জনগোষ্ঠি থেকে যারাই পশ্চিমি দেশগুলিতে আসেন, তারা কি কারণে যেন পশ্চিমি সভ্যতার তিনটি মহৎ উপাদান - শৃংখলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা এবং অপরের অসুবিধা ঘটে এমন কিছু না করার শিক্ষা একেবারেই নেন না। ডেট্রয়েটের বাঙ্গালী পাড়ায়ও আমি এই একই জিনিস দেখেছি। আরো মজার ব্যাপার হলো এই যে, যারা এই বিষয়গুলো গ্রহন করেন, তারা অন্যদের বিবেচনায় গোত্রছাড়া বলে বিবেচিত হন।

সাদী একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, তার স্ত্রী সুবর্ণা সবে বায়োসায়েন্সে ডক্টরেট শেষ করেছে। ওদের একমাত্র বাচ্চা 'কিয়ান'কে নিয়ে ওদের ছোট্ট সংসার। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই চাকুরী করে। তবে এর বাইরেও এদের আরেকটি পরিচয় আছে; সাদী খুব সুন্দর গান করে আর সুবর্ণা নাচে। নিউ জার্সি এবং এর আশেপাশের সংস্কৃতিমনা বাংগালী মহলে এরা বেশ পরিচিত নাম। খাবার টেবিলে গিয়ে আমরা অবশ্য সুবর্ণার আরো একটা পরিচয় আবিস্কার করলাম; সুবর্ণা বেশ ভালো রাঁধুনী ও বটে। মামাশ্বশুর আর মামী শ্বাশুরীর জন্য সে বিভিন্ন স্বাদের রকমারী খাবার রান্না করে রেখেছে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘন্টা খানেক গল্পগুজব করা হোল। এরপর আমরা বাজার করতে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমরা অবশ্যই জানতাম যে যত অল্পই কিনি না কেন, একদিনে সব কিছু কেনা সম্ভব হবে না। আমরা ৩১শে আগস্টের মধ্যে বাসায় উঠে যেতে চাই; তাই আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে আমাদের কেনা কাটা হয়ে গেলেই আমরা খুশী। মাহমুদ হাসান আমাদের জন্য তিন দিনের ছুটি নিয়ে রেখেছেন। কাজেই খুব অসুবিধে হবার কথা নয়।

আমেরিকার বাজার গুলোর প্রধান বৈশিষ্ট হোল আপনার বাজেট যাই হোক না কেন, আপনি তার মধ্যেই আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটি পেয়ে যাবেন। আমরা চার মাস অবস্থানের জন্য অবশ্যই খুব বেশি খরচ করতে রাজী ছিলাম না। যাই কিনি না কেন, যাবার সময়তো সবই ফেলে যেতে হবে। তাই আমরা প্রথম আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ভাড়া নেবার কথা ভেবে একটা Rental agency তে গেলাম। কিন্তু সেখানে কোন কিছুই আমাদের পছন্দ হলো না। তাই ঠিক করা হলো সেদিন বিভিন্ন দোকান ঘুরে আমাদের যা প্রয়োজন সেসব নুতন কিনলে কত দাম হবে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা নেওয়া হবে; আর আগামি তিন দিনের মধ্যে সব কেনা কাটা শেষ করা হবে। সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা করলাম ও তাই, অবশ্য মাগরেব নামাজের আগে আগেই আমরা বাসায় ফিরে এলাম।

হাসান জানালেন সন্ধ্যের দিকে তাদের এক বন্ধুর মেয়ের ষোল বৎসর বয়সপূর্তির জন্য এক বিশেষ নৈশভোজের ব্যবস্থা আছে। হাসানের বন্ধু

হিসেবে সেখানে আমাদেরও নিমন্ত্রন। একেবারে অপরিচিত কারো জন্মদিনের উৎসবে যেতে মন থেকে ঠিক সায় পাচ্ছিলাম না। কিন্তু হাসানের পীড়াপীড়িতে হাল ছেড়ে দিতে হোল। তাছাড়া শুনলাম এটা গতানুগতিক জন্মদিনের অনুষ্ঠান নয়; নতুন ধরণের অনুষ্ঠান যা নাকি হালের বাংলাদেশের তরুন তরুনীদেরকে বেশ আকৃষ্ট করছে। তাই রাজী হয়ে অনুষ্ঠানে যাবার জন্য তৈরী হলাম।

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)